পশুদের হকসমূহ

05-June-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত.....4
বয়ান শোনার নিয়্যত.....5
জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়...!.....6
তাকবীরে তাশরীক পড়ার কুরআনী নির্দেশ:.....7
তাকবীরে তাশরীক কখন থেকে কখন পর্যন্ত পড়া যাবে!.....8
তাকবীরে তাশরীক কী?.....8
আইয়ামে তাশরীক হলো আল্লাহর যিকিরের দিন:.....9
আল্লাহর যিকিরের কোনো অন্তিম সময় নেই:.....10
দোয়া কবুলের দিনসমূহ:.....11
প্রাণীদের প্রতি দয়া করুন!.....12
প্রতিটি বিষয়ে ইহসানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:.....13
সকল সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার বিবরণ:.....13
রহমতে আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর রহমতের একটি দিক!.....14
যখন ছাগল রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দরবারে উপস্থিত হলো:.....14
একটি মিরাসে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم:.....15
তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না...:.....16
দয়ার্দ্রের প্রতি রহমান রহম করেন:.....17
যবেহকৃত পশুর প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার বিবরণ:.....17
(১) হৃদয়ে কোমলতা রেখে যবেহ করুন!.....18
(২) এক পশুর সামনে অন্য পশু যবেহ করবেন না!.....19
(৩) যবেহর জন্য কোমলতার সাথে নিয়ে যান!.....19
(৪) ছুরি আগে থেকে ধারালো করে নিন!.....19
যবেহ করার কিছু আদব:.....20
আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত পিতার স্মৃতিচারণ:.....21
আবু আত্তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:.....21
কাসীদায়ে গাউসিয়ার বরকত:.....22

হজ্জ যাত্রাকালে ইন্তেকাল: 22
ঈমান উদ্দীপক স্বপ্ন: 23
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: কাফেলা 24
কুরবানীর সুন্নত ও আদবসমূহ: 24
ঘোষণা 25
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত 26
৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 26
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 26
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 26
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 26
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 27
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 27
(৬) দরূদে শাফায়াত: 27
(১) এক হাজার দিনের নেকী 28
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 28
সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ০৫ জুন ২০২৪ইং 29
কুরবানির অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব 29
ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরির দোয়া 30
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 30
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 31
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 33
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 33
মাসিক ৪টি নেক আমল 34
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 34
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 34

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَّهٗ عِنْدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَة

www.dawateislami.net

"যে ব্যক্তি জুমার দিনে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াত করব।"

(জামউল জাওয়ামে লিস সুয়ূতী, ৭/১৯৯, হাদীস ২২৫৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আমরা বর্তমানে যে দিনগুলো অতিবাহিত করছি, অর্থাৎ ৮, ৯, ১০ যিলহজ এবং এরপর ১১ থেকে ১৩ যিলহজ, এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ দিবস।

✯ আল্লাহ পাকের নবী হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام যে রাতে পুত্রের কুরবানী সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার পরের দিনটি ছিল

৮ই যিলহজ। এই দিন হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام গভীর চিন্তাভাবনা করেছিলেন যে, এই স্বপ্ন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওহী কি না? একারণে ৮ই যিলহজকে يَوْمُ التَّرْوِيَه (অর্থাৎ চিন্তাভাবনার দিন) বলা হয়। ✯ ৯ই যিলহজ হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام বুঝতে পারলেন যে, এই স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী। একারণে ৯ই যিলহজকে يَوْمُ الْعَرَفَه (অর্থাৎ চেনার দিন) বলা হয়। ✯ অতঃপর ১০ই যিলহজ হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর শাহজাদা হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন এবং আনুগত্য, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ত্যাগ ও কুরবানীর এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর ফিদইয়া স্বরূপ জান্নাত থেকে দুম্বা (Sheep) আনা হয়েছিল এবং হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام তা কুরবানী করেছিলেন। একারণে ১০ই যিলহজকে يَوْمُ النَّحْر (অর্থাৎ কুরবানীর দিন) বলা হয়। ✯ এর পরবর্তী ৩ দিন (১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ)-কে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়।

জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়...!

হযরত মুআয বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূল হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি পাঁচটি রাতকে জীবিত রাখে (অর্থাৎ জেগে ইবাদতে কাটায়), তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" সেই পাঁচটি রাত হলো: (১) لَيْلَةُ التَّرْوِيَه (অর্থাৎ ৮ই যিলহজের রাত) (২) لَيْلَةُ الْعَرَفَه (অর্থাৎ ৯ই যিলহজের রাত) (৩) لَيْلَةُ النَّحْر (অর্থাৎ ১০ই যিলহজের রাত) (৪) لَيْلَةُ الْفِطْر (অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের চাঁদ রাত) (৫) لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان (অর্থাৎ শবে বরাত)।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, পৃ:৩৭৩, হাদীস:২)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! ইবাদত যখনই করা হোক না কেন, তার বরকত আর বরকত রয়েছে, ফযীলত আর ফযীলত রয়েছে। তবে এই দিনগুলো, যা আমরা এখন অতিবাহিত করছি, এবং এই রাতগুলো, যা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এগুলো বিশেষভাবে ইবাদতের রাত। আমাদের উচিত, নিজেদের ব্যস্ততা কিছুটা কমিয়ে, সময় বের করে এই রাতগুলো ইবাদতে কাটানো। ✯ ফরয নামায তো পড়তেই হবে, তার সাথে নফল নামায পড়ব। ✯ কুরআন তিলাওয়াত করব। ✯ আল্লাহর যিকির করব। ✯ দরূদ শরীফ পড়ব। ✯ দ্বীনি কিতাব পড়ব। ✯ দ্বীনি ইলম শিখব। মোটকথা, কোনো না কোনোভাবে আমাদের এই রাতগুলো যেন ইবাদতেই অতিবাহিত হয়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله অগণিত নেকী অর্জিত হবে, সওয়াব মিলবে এবং আল্লাহ পাক চাইলে اِنْ شَآءَ الله জান্নাতে প্রবেশও নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাকবীরে তাশরীক পড়ার কুরআনী নির্দেশ:

পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩-এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْۤ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২০৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আল্লাহকে স্মরণ কর গণনাকৃত দিনগুলোতে।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে উল্লেখ আছে: গণনাকৃত দিন বলতে আইয়ামে তাশরীককে বোঝানো হয়েছে এবং আল্লাহর যিকির বলতে নামাযের পর এবং হজ্জের সময় রমী জামারাতের সময় তাকবীর বলাকে বোঝানো হয়েছে। **(তাফসীর সিরাতুল জিনান, পারা: ২, আয়াত: ২০৩, খণ্ড: ১, পৃ:৩২১)**

www.dawateislami.net

তাকবীরে তাশরীক কখন থেকে কখন পর্যন্ত পড়া যাবে!

মনে রাখবেন! নামের দিক থেকে ১১ই যিলহজ থেকে ১৩ই যিলহজ পর্যন্ত (অর্থাৎ ৩ দিন) আইয়ামে তাশরীক নামে পরিচিত, কিন্তু তাকবীরে তাশরীক পড়ার যে হুকুম, তা ৯ই যিলহজের ফজর থেকে ১৩ই যিলহজের আসর পর্যন্ত। 'বাহারে শরীয়ত'-এ আছে: ৯ই যিলহজের ফজর থেকে ১৩ই যিলহজের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামায যা জামায়াতের সাথে আদায় করা হয়েছে, তার পর একবার উচ্চস্বরে তাকবীর বলা ওয়াজিব এবং ৩ বার তাকবীর বলা উত্তম। একে তাকবীরে তাশরীক বলে। তাকবীরে তাশরীক এই:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

✯ তাকবীরে তাশরীক সালামের সাথে সাথেই পড়া ওয়াজিব। ✯ আর যে মাসবূক, অর্থাৎ যে জামায়াতে দেরিতে শরীক হয়েছে এবং তার কয়েকটি রাকাত ছুটে গেছে, তার জন্য হুকুম হলো, সে তার বাকি রাকাতগুলো পড়ে যখন সালাম ফিরাবে, তখন তাকবীর বলবে। তার উপরও তাকবীর বলা ওয়াজিব। **(বাহারে শরীয়ত, খণ্ড:১, পৃ:৭৮৪, পৃ:৪)**

তাকবীরে তাশরীক কী?

মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাকবীরে তাশরীক হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام, হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এবং হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام-এর কালামসমূহের সমষ্টি। যে সময় হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام-কে কুরবানী করার জন্য তাঁর গলায় ছুরি রেখেছিলেন, তখন আল্লাহ পাক হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام-কে জান্নাতী দুম্বা নিয়ে

উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام দুম্বা নিয়ে আসার সময় উঁচু স্থান থেকেই এভাবে পড়লেন: اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ। এই আওয়াজ শুনে হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর দৃষ্টি মোবারক উঠালেন, দেখলেন; হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام জান্নাতী দুম্বা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। এর উপর হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام পড়লেন: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَر। অতঃপর আল্লাহ পাকের হুকুমে হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام-এর হাত-পা খোলা হলো এবং তাঁকে কুরবানী কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হলো। তখন হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْد۔

সেই সময় হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام, হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এবং হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام যা কিছু পড়েছিলেন, সেগুলোকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। একেই তাকবীরে তাশরীক বলা হয়: اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْد۔

(মিরআতুল মানাজীহ, খণ্ড: ২, পৃ:৮৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরাও চেষ্টা করব যেন এই মহান ব্যক্তিত্বদের স্মরণে আইয়ামে তাশরীকে প্রত্যেক নামাযের পর চোখ বন্ধ করে হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام ও ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام-এর কুরবানীর কল্পনা করে তাকবীরে তাশরীক পড়ি। اِنْ شَآءَ الله তাকবীর পড়ার আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমাদের তাওফীক নসীব করুন।

আইয়ামে তাশরীক হলো আল্লাহর যিকিরের দিন:

হে আশিকানে রাসূল! ১০ই যিলহজ (অর্থাৎ ঈদুল আযহার প্রথম দিন) থেকে ১৩ই যিলহজ পর্যন্ত, অর্থাৎ এই ৪ দিন রোযা রাখা শরয়ীভাবে

নিষিদ্ধ। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূল হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَلَا وَاِنَّ هٰذِهِ الْاَيَّامَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ وَّذِكْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ শুনে রাখো! নিশ্চয়ই এই দিনগুলো পানাহার এবং আল্লাহর যিকির করার দিন।

(মুসলিম, পৃ: ৪১২, হাদীস: ১১৪১)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: এর অর্থ হলো, এই দিনগুলো বান্দাদের মেহমানীর দিন, যেগুলোতে আল্লাহ পাক মেজবান এবং বান্দা মেহমান। একারণে এই দিনগুলোতে রোযা রাখা যেন আল্লাহ পাকের দাওয়াতকে অস্বীকার করার শামিল। সুতরাং এই দিনগুলোতে খাও! পান করো! এবং প্রচুর পরিমাণে আল্লাহর যিকির করো! **(মিরআতুল মানাজীহ, খণ্ড: ৩, পৃ: ১৮৬)**

আল্লাহর যিকিরের কোনো অন্তিম সময় নেই:

উলামায়ে কেরাম বলেন: হজ্জ ও কুরবানী সম্পন্ন হওয়ার পরের যে দিনগুলো রয়েছে, সেগুলোতে আল্লাহ পাক বিশেষভাবে আল্লাহর যিকিরের নির্দেশ দিয়েছেন। এর থেকে এই মাদানী ফুল শেখার সুযোগ মেলে যে, প্রত্যেক ইবাদতের একটি নির্দিষ্ট সময় (Time Period) আছে। যেমন, নামায তাকবীরে তাহরীমা থেকে শুরু হয়, সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। রোযা সাহারী থেকে শুরু হয়, ইফতারের মাধ্যমে শেষ হয়। একইভাবে হজ্জেরও নির্দিষ্ট দিন রয়েছে। মোটকথা, প্রত্যেক ইবাদতের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু যিকির এমন একটি ইবাদত যার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। এটি সারাজীবনের ইবাদত। অর্থাৎ, বান্দা একথা বলতে পারে যে, আমি নামায পড়ে নিয়েছি, কিন্তু একথা বলতে পারে না যে, আমি আল্লাহর যিকির থেকে অবসর হয়েছি। যিকির সারাজীবনের ইবাদত, এর অন্তিম

সময় মৃত্যুই। সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা যেন সর্বদা আমাদের জিহ্বাকে আল্লাহর যিকিরে সিক্ত রাখি, বিশেষ করে আইয়ামে তাশরীকে তো অধিক পরিমাণে যিকির করা উচিত, কেননা এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে আল্লাহর যিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে অধিক পরিমাণে যিকিরের তাওফীক দান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয়া কবুলের দিনসমূহ:

হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহাবীয়ে রাসূল। তিনি ১০ই যিলহজ খুতবা দেওয়ার সময় বলেছিলেন: গণনাকৃত দিনগুলো (অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীক), যে দিনগুলোতে আল্লাহ পাক আল্লাহর যিকিরের নির্দেশ দিয়েছেন, এগুলো এমন মুবারক দিন যে, এগুলোতে দোয়া প্রত্যাখ্যান (Reject) করা হয় না। সুতরাং এই দিনগুলোতে আল্লাহর প্রতি নিজেদের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দাও। **(লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃ: ৩৮৮)**

سُبْحٰنَ الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আইয়ামে তাশরীক দোয়া কবুলের দিন। এই দিনগুলোতে প্রচুর দোয়া করুন, আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চান, জান্নাত চান, সমস্যা (Problems) থেকে মুক্তি চান, মদীনার বারবার আদব সহকারে উপস্থিতি চান, মদীনায় মৃত্যুর দোয়া করুন, দ্বীনের কল্যাণও চান, দুনিয়ারও কল্যাণ চান। হযরত ইকরামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আইয়ামে তাশরীকে এই দোয়া করা মুস্তাহাব। কোন দোয়া? যা আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে আমাদের শিখিয়েছেন:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২০১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আখিরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

(লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃ: ৩৮৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রাণীদের প্রতি দয়া করুন!

হে আশিকানে রাসূল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه কুরবানীর দিনগুলো আসন্ন। সর্বত্র সুন্নাতে ইবরাহীমীর চর্চা হচ্ছে। ভাগ্যবান ব্যক্তিরা আল্লাহ পাকের খলীল হযরত ইবরাহীম عَلَیْهِ السَّلَام-এর সুন্নত আদায় করার জন্য অর্থ ব্যয় করে সুন্দর থেকে সুন্দরতম পশু কিনছেন। গলিতে গলিতে পশুর আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। যে ভাগ্যবান আশিকানে রাসূল এ বছর কুরবানীর সৌভাগ্য অর্জন করছেন, আল্লাহ পাক তাদের সকলের কুরবানী নিজ দরবারে কবুল করুন। আর যারা কুরবানীর সামর্থ্য রাখেন না এবং হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছেন, আল্লাহ পাক তাদেরকেও সামর্থ্য নসীব করুন।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

اَلْحَمْدُ لِلّٰه কুরবানীর দিনগুলোতে পশু কেনাও হয়, কিছুদিন ঘরে রাখারও রীতি আছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের উচিত, আমরা যেন পশুদের অধিকার (Rights) সম্পর্কেও জানি এবং এই বোবা প্রাণীদের পূর্ণ খেয়াল রাখি। আসুন, এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর হাদীস শরীফ এবং এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি:

প্রতিটি বিষয়ে ইহসানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

হযরত শাদ্দাদ বিন আওস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর সাহাবী এবং প্রখ্যাত সাহাবী, দরবারে রিসালাতের কবি হযরত হাসসান বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বলেন: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূল হাশেমী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মাদে আরাবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اِنَّ اللّٰہَ کَتَبَ الۡاِحۡسَانَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক প্রতিটি বিষয়ে ইহসান (সদাচরণ) করার নির্দেশ দিয়েছেন। আরও বলেছেন: اِذَا ذَبَحۡتُمۡ فَاَحۡسِنُوا الذِّبۡحَ অর্থাৎ, যখন তোমরা যবেহ করবে, তখনও ইহসান ও কল্যাণকে বিবেচনায় রেখো! وَ لۡیُحِدَّ اَحَدُکُمۡ شَفۡرَتَہٗ وَلۡیُرِحۡ ذَبِیۡحَتَہٗ অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকের উচিত ছুরি ধারালো করে নেওয়া এবং নিজের যবেহকৃত পশুকে (অর্থাৎ প্রাণীকে) আরাম পৌঁছানো!

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড: ৪, পৃ: ৩৭৬, হাদীস: ৭৬৩৫)

সকল সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার বিবরণ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি একটি অত্যন্ত চমৎকার হাদীস শরীফ। এতে আমাদের প্রিয় আকা ও মাওলা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রথমে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক প্রতিটি বস্তুর প্রতি ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং, যে কোনো বস্তুই হোক না কেন - মানুষ, পশু, ফল, ফুল, চারাগাছ - বান্দার উচিত তাদের সাথে সদ্ভাবে (Kindness) আচরণ করা, প্রত্যেকের সাথে তার অবস্থা অনুযায়ী অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করা।

রহমতে আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর রহমতের একটি দিক!

উলামায়ে কেরাম বলেন: আল্লাহ পাক আমাদের আকা ও মাওলা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْن (অর্থাৎ সকল জাহানের জন্য রহমত) করে পাঠিয়েছেন। এটাও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর অসীম রহমতেরই একটি দিক যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ে অনুগ্রহ ও কল্যাণের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি শরয়ী হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে পশু যবেহ করার নির্দেশ তো দিয়েছেন, কুরবানীর প্রতি উৎসাহিত তো করেছেন, তার সাথে সাথে পশুর প্রতি কল্যাণ করারও নির্দেশ জারি করেছেন।

যখন ছাগল রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দরবারে উপস্থিত হলো:

একবার এক কসাই তার বকরীর খোঁয়াড়ে পৌঁছাল, দরজা খুলল এবং যবেহ করার জন্য একটি বকরীকে ধরতে চাইছিল, এমন সময় সেটি তার হাত থেকে ছুটে পালিয়ে গেল এবং দৌড়াতে দৌড়াতে রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফীউল উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলো। কসাইও (Butcher) পিছু পিছু পৌঁছে গেল। সে বকরীটিকে পা ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। তখন রাহমাতুল্লিল আলামীন, সরওয়ারে কওন ও মাকান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথমে বকরীটিকে বললেন: اِصْبِرِیْ لِاَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর ধৈর্য ধারণ করো! অতঃপর রহমতের শান দেখিয়ে কসাইকে বললেন: وَ اَنْتَ یَا جَزَّارُ فَسُقْهَا اِلَی الْمَوْتِ سَوْقًا رَفِیقًا অর্থাৎ, হে কসাই! একে মৃত্যুর দিকে কোমলতার সাথে নিয়ে যাও!

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড: ৪, পৃ: ৩৭৭, হাদীস: ৭৬৪০)

سُبْحٰنَ اللّٰه! এই হলো রাহমাতুল্লিল আলামীন, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর পরিপূর্ণ রহমত...! যে বকরী রহমতের দরবারে এসেছিল, তাকে আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর ধৈর্য ধারণ করার উপদেশও দিলেন এবং একই সাথে রহমতের শানও দেখালেন যে, কসাইকে নির্দেশ দিলেন: তুমি একে আল্লাহ পাকের হুকুম ও অনুমতিতে মৃত্যুর দিকে তো নিয়ে যাচ্ছ! এই অবস্থাতেও কোমলতা ও কল্যাণের সাথে আচরণ করো! এর সাথে উত্তম ব্যবহার করো!

একটি মিরাসে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم:

উলামায়ে কেরাম বলেন: আমরা রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উম্মত। আর উম্মতের অধিকার হলো সে যেন তার নবীর জীবনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করে, তার নবীর নীতি গ্রহণ করে, তার নবীর চরিত্রকে নিজের আদর্শ (Ideal) বানায়, তার নবী عَلَيْهِ السَّلَام-এর রঙে রঙ্গিন হওয়ার চেষ্টা করে। একারণেই আল্লাহ পাক আমাদেরকেও প্রতিটি বিষয়ে অনুগ্রহ ও কল্যাণের নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ আমরা রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উম্মত। আমাদের জন্য শোভনীয় নয় যে, আমরা কাউকে কষ্ট দিই, কাউকে দুঃখ দিই, কাউকে অন্যায়ভাবে যন্ত্রণা দিই। ইমাম শা'রানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: রাসূলুল্লাহ, আহমাদে মুজতবা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর পক্ষ থেকে আমাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে সহানুভূতি দেখাব।

(লাওয়াকিহুল আনওয়ারুল কুদসিয়াহ, খণ্ড:১, পৃ: ৫৭২)

এরপরে ইমাম শা'রানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন, তিনি বলেন: সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকে নিজের জন্য যতটুকু দয়ার্দ্র হয়, তার থেকেও বেশি দয়ার্দ্র হওয়াটা মিরাসে মুস্তফা।

(লাওয়াকিহুল আনওয়ারুল কুদসিয়াহ, খণ্ড:১, পৃ: ৫৭৩)

اَللّٰہُ اَکۡبَر! **হে আশিকানে রাসূল!** ইসলামের সৌন্দর্য দেখুন! ইসলাম আমাদের শুধু দয়ার্দ্রতার শিক্ষা দেয় না, বরং ইসলাম বলে যে, আল্লাহ পাকের কোনো সৃষ্টি নিজের জন্য যতটুকু দয়ার্দ্র, তুমি তার থেকেও বেশি তার প্রতি দয়ার্দ্র হও!

তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না...:

প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: لَنۡ تُؤۡمِنُوۡا حَتّٰی تَرَاحَمُوۡا অর্থাৎ তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না একে অপরের প্রতি রহম করবে। সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরা সবাই একে অপরের প্রতি রহম করি। তিনি বললেন: এর দ্বারা এটা বোঝানো হয়নি যে, তোমরা তোমাদের সাথীর (যেমন বন্ধু বা ভাইয়ের) প্রতি রহম করবে, وَلٰکِنَّھَا رَحۡمَۃُ الۡعَامَّۃِ বরং এর দ্বারা রহমতে আম্মা (সাধারণ দয়া) বোঝানো হয়েছে। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খণ্ড: ৮, পৃ: ২৪২, হাদীস: ১৩৬৭১)**

অর্থাৎ সকল সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র হও! পশুদের প্রতিও রহম করো! পাখিদের প্রতিও রহম করো! পিঁপড়েদের প্রতিও রহম করো! মোটকথা! প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে যাও!

দয়ার্দ্রের প্রতি রহমান রহম করেন:

বুখারী শরীফের হাদীস: প্রিয় নবী, রাসূল হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ অর্থাৎ, যে মানুষের প্রতি রহম করে না, আল্লাহ পাক তার প্রতি রহম করেন না।

(বুখারী; পৃ: ১৭৮২, হাদীস: ৭৩৭৬)

অন্য একটি হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন: اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰن অর্থাৎ যারা রহমকারী, আল্লাহ রহমান তাদের প্রতি রহম করেন।

(আবু দাউদ, পৃ: ৭৭৪, হাদীস: ৪৯৪১)

যবেহকৃত পশুর প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার বিবরণ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূল আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, اِنَّ اَللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক প্রতিটি বস্তুর প্রতি অনুগ্রহ ও কল্যাণের নির্দেশ দিয়েছেন। এই মূলনীতি বর্ণনা করার পর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: وَ اِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَ অর্থাৎ, আর যখন তোমরা যবেহ করবে, তখনও অনুগ্রহ ও কল্যাণকে বিবেচনায় রেখো! وَ لْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهٗ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهٗ অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকের উচিত ছুরি ধারালো করে নেওয়া এবং নিজের যবেহকৃত পশুকে (অর্থাৎ প্রাণীকে) আরাম পৌঁছানো!

(ইবনে মাজাহ, পৃ: ৫১৭, হাদীস: ৩১৭০)

হাদীস শরীফের এই অংশে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশেষভাবে যবেহর সময় পশুর প্রতি রহম করার নির্দেশ দিয়েছেন। যবেহর সময় পশুর প্রতি রহম কীভাবে করতে হবে? উলামায়ে কেরাম এর বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

(১) হৃদয়ে কোমলতা রেখে যবেহ করুন!

ইমাম শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (যবেহর সময় পশুর প্রতি রহম করার একটি পদ্ধতি হলো) যখন আমরা পশু যবেহ করছি, তখনও যেন আমাদের হৃদয়ে কোমলতা বিদ্যমান থাকে।

(লাওয়াকিহুল আনওয়ারুল কুদসিয়াহ, খণ্ড: ১, পৃ: ৫৭৫)

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করতে গিয়ে আমরা পশু যবেহ তো করব, কিন্তু তার পদ্ধতি এমন হবে যে, যখন আমরা পশুর গলায় ছুরি চালাচ্ছি, তখনও যেন আমাদের হৃদয়ে দয়াই থাকে, তখনও যেন আমাদের হৃদয়ে কোমলতাই থাকে। এভাবে বলা যেতে পারে, বান্দা আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করার জন্য যখন পশুর গলায় ছুরি চালাচ্ছে, তখন দয়ার্দ্রতার কারণে যেন তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, চোখে অশ্রু এসে যায়। এভাবে হৃদয়ে কোমলতা ও রহমের অনুভূতি রেখে পশু যবেহ করা উচিত। একবার এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দরবারে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি বকরী যবেহ করি এবং আমার তার প্রতি মায়া লাগে। রাহমাতুল্লিল আলামীন, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি তুমি বকরীর প্রতি রহম করো, তাহলে আল্লাহ পাক তোমার প্রতি রহম করবেন।

(মুস্তাদরাক, খণ্ড: ৪, পৃ: ৭৬৫, হাদীস: ৬৫৪১)

হায়! আফসোস! আমাদের এখানে ব্যাপার উল্টো। লোকেরা কুরবানীর সময় পশুর তামাশা দেখে, কিছু নির্বোধ তো পশুকে ছটফট করতে দেখে তালিও বাজায়। বরং আজকাল তো ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার (Social Media) যুগ, লোকেরা অসহায় পশুর, তার ছটফট

করার ভিডিও (Videos) তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করছে। আল্লাহ পাক আমাদের হেদায়েত নসীব করুন! এটা তামাশা দেখার সময় নয়, বরং দয়ার্দ্রতার কারণে অশ্রু ফেলার সময়। সেই পশুর সৌভাগ্য যে, সে আল্লাহ পাকের নামে কুরবান হচ্ছে, তার সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষা করার সময়।

(২) এক পশুর সামনে অন্য পশু যবেহ করবেন না!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যবেহকৃত পশুর (অর্থাৎ যে পশুকে যবেহ করতে হবে তার) সাথে কল্যাণের একটি পদ্ধতি এটাও যে, এক পশুর সামনে অন্য পশু যবেহ না করা। বিশেষ করে মায়ের সামনে তার বাচ্চাকে বা বাচ্চার সামনে তার মাকে কখনোই যবেহ করবেন না!

(৩) যবেহর জন্য কোমলতার সাথে নিয়ে যান!

যবেহকৃত পশুর প্রতি রহমের একটি পদ্ধতি এটাও যে, পশুকে টানাটানি করা যাবে না, হেঁচড়ানো যাবে না, বরং যবেহর জন্য অত্যন্ত কোমলতার সাথে নিয়ে যাওয়া হবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে একটি বকরীর কান ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাহমাতুল্লিল আলামীন, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এর কান ছেড়ে দাও! ঘাড়ের কাছ থেকে ধরো! **(ইবনে মাজাহ, পৃ: ৫১৭, হাদীস: ৩১৭১)**

(৪) ছুরি আগে থেকে ধারালো করে নিন!

যবেহকৃত পশুকে আরাম পৌঁছানোর একটি পদ্ধতি সরওয়ারে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

لِيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهٗ অর্থাৎ, তোমাদের উচিত ছুরি ধারালো করে নেওয়া। উলামায়ে কেরাম বলেন: পশুরাও মৃত্যুকে ভয় পায়। একারণে উচিত ছুরি আগে থেকে খুব ধারালো করে নেওয়া। ঠিক যবেহর সময়ের আগে তাদের ছুরি দেখানো যাবে না। **(জামেউল উলুম ওয়াহ হিকাম, পৃ:১৬৪)** রাহমাতুল্লিল আলামীন, সুলতানে কওন ও মাকান صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে একটি বকরীকে শুইয়ে, তার ঘাড়ের উপর পা রেখে ছুরি ধার করছিল। বকরীটি তার দিকে তাকাচ্ছিল। রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি এটা আগে করতে পারতে না? তুমি কি একে একাধিকবার মারতে চাও? একে শোয়ানোর আগে নিজের ছুরি ধার কেন করলে না? **(মুস্তাদরাক, খণ্ড: ৫, পৃ: ৩২৭, হাদীস: ৭৬৩৭)**

যবেহ করার কিছু আদব:

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যবেহকৃত পশুকে আরাম পৌঁছানোর কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ✯ গরু ইত্যাদি পশুকে ফেলার আগেই কিবলার দিক নির্ধারণ করে নেওয়া উচিত। শোয়ানোর পর, বিশেষ করে পাথুরে জমিতে হেঁচড়ে কিবলার দিকে ফেরানো বোবা প্রাণীর জন্য চরম কষ্টের কারণ। ✯ যবেহ করার সময় এমনভাবে কাটবেন না যেন ছুরি ঘাড়ের মেরুদণ্ডের হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কারণ এটি অহেতুক কষ্ট দেওয়া। * যতক্ষণ না পশু সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা হয়, ততক্ষণ তার পা কাটবেন না, চামড়াও ছাড়াবেন না। ✯ যবেহ করার পর যতক্ষণ না রুহ বের হয়ে যায়, ততক্ষণ কাটা গলায় ছুরি স্পর্শ (Touch) করবেন না, হাতও লাগাবেন না। ✯ কিছু কসাই তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করার জন্য যবেহর পর ছটফট করতে থাকা গরুর ঘাড়ের জীবন্ত চামড়া ছিঁড়ে

ছুরি ঢুকিয়ে হৃদপিণ্ডের রগ কেটে দেয়। ✯ একইভাবে বকরী যবেহ করার সাথে সাথেই বেচারার ঘাড় মটকে দেয়। বোবা প্রাণীদের উপর এ ধরনের অত্যাচার করা উচিত নয়। ✯ যার পক্ষে সম্ভব, তার জন্য আবশ্যক যে, পশুকে অকারণে কষ্ট দেওয়া ব্যক্তিকে বাধা দেবে। যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাধা না দেয়, তাহলে সে নিজেও গুনাহগার এবং জাহান্নামের হকদার হবে। **(ঘোড়ার আরোহী, পৃ: ১৫)**

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দয়ার্দ্রতার নিয়ামত নসীব করুন, বিশেষ করে পশুদের প্রতি রহম করার, ভালো ভালো নিয়্যতের সাথে কুরবানী করার, যবেহকৃত পশুকে আরাম পৌঁছানোর তাওফীক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত পিতার স্মৃতিচারণ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১৪ই যিলহজ্জাতুল হারাম তারিখে বর্তমান যুগের মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী, রযভী, যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর সম্মানিত পিতার ওফাত দিবস (ইয়াওমে আবু আত্তার) পালিত হয়। আসুন! বয়ানের শেষে বরকত লাভের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত পিতার কিছু স্মৃতিচারণ শুনি:

আবু আত্তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর সম্মানিত পিতা হাজী আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসারী, মুত্তাকী ও

পরহেযগার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রায়শই দৃষ্টি নিচু করে চলতেন। তাঁর অনেক হাদীস মুখস্থ ছিল। দুনিয়াবী মাল-সম্পদ জমা করার লোভ ছিল না। তিনি সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়াতে বায়আত ছিলেন।

(তাআরুফে আমীরে আহলে সুন্নত, পৃ: ১১)

কাসীদায়ে গাউসিয়ার বরকত:

হাজী আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দীর্ঘদিন কলম্বো (শ্রীলঙ্কা)-তে অবস্থান করেছিলেন। সেখানকার একটি চমৎকার হানাফী মেমন মসজিদের ব্যবস্থাপনা তিনিই দেখাশোনা করতেন। ১৯৭৯ সালে যখন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কলম্বো (Colombo) গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার লোকদেরকে পিতার প্রতি অত্যন্ত প্রভাবিত দেখতে পান। **(তাআরুফে আমীরে আহলে সুন্নত, পৃ: ১১)**

হজ্জ যাত্রাকালে ইন্তেকাল:

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যখন ছোট ছিলেন, তখনই তাঁর সম্মানিত পিতা ১৩৭০ হিজরীতে হজ্জ যাত্রায় রওয়ানা হন। হজ্জের দিনগুলোতে মিনায় প্রচণ্ড গরম বাতাস প্রবাহিত হয়, যার কারণে অনেক হাজী সাহেবান ইন্তেকাল করেন। তাঁদের মধ্যে হাজী আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -ও ছিলেন, যিনি কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ১৪ই যিলহজ্জাতুল হারাম ১৩৭০ হিজরীতে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। اِنَّالِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাজী আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতই না ভাগ্যবান ছিলেন যে, তিনি হজ্জ যাত্রায় মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হাদীস শরীফে আছে: যে হজ্জের জন্য বের হলো এবং

মৃত্যুবরণ করলো, কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য হজ্জের সওয়াব লেখা হবে। **(মুজামে আওসাত, খণ্ড: ৪, পৃ: ৯৩, হাদীস: ৫৩২১)** অন্য একটি হাদীস শরীফে আছে: যে এই পথে (অর্থাৎ হজ্জ বা উমরার জন্য) বের হলো এবং মৃত্যুবরণ করলো, তার পেশী (হিসাব-নিকাশ) হবে না এবং হিসাবও হবে না, তাকে বলা হবে: তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো! **(মুসনাদে আবি ইয়ালা, খণ্ড: ৪, পৃ:৪১, হাদীস: ৪৬০৭)**

ঈমান উদ্দীপক স্বপ্ন:

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর বড় বোন (মরহুমা) বলেন: আব্বাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর ইন্তেকালের পর আমি একবার এই ঈমান উদ্দীপক স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, আব্বাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন অত্যন্ত নূরানী চেহারার বুযুর্গের সাথে তাশরীফ এনেছেন। আমার হাত ধরে বলতে লাগলেন: বেটি! তুমি কি ইনাকে চেনো? ইনি আমাদের মাদানী আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। অতঃপর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রদর্শন করে বললেন যে, তুমি খুবই ভাগ্যবান।

(তাআরুফে আমীরে আহলে সুন্নত, পৃ: ১২)

আল্লাহ পাকের রহমত হাজী আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর উপর বর্ষিত হোক। আল্লাহ পাক তাঁর শাহজাদা অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-কে দীর্ঘ নেক হায়াত নসীব করুন, তার, তার সকল আহলে খানার (পরিবারবর্গের) কল্যাণ করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: কাফেলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দয়ার্দ্র, নেক স্বভাবের অধিকারী হতে, নেক কাজের প্রেরণা পেতে এবং সচ্চরিত্র ও সদ্ব্যবহারের অধিকারী হতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হোন। জেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজেও খুব আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله জীবনে বসন্ত আসবে, চরিত্র উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে। জেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো: কাফেলা। ✯ বিশ্বজুড়ে দ্বীনের বার্তা প্রচারের জন্য লক্ষ লক্ষ আশিকানে রাসূল মাদানী কাফেলার আকারে দেশ-দেশান্তরে, শহর-শহরে, গ্রামে-গ্রামে যান এবং নেকীর দাওয়াত প্রচার করেন। ✯ কাফেলার বরকতে অনেক অমুসলিম কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন। ✯ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে নেকীর বসন্ত এসেছে। ✯ اَلْحَمْدُ لِلّٰه ৩ দিন, ১২ দিন, ১ মাস এবং ১২ মাসের কাফেলা সফর করতে থাকে। আপনিও কাফেলায় সফর করুন! اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত মিলবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরবানীর সুন্নত ও আদবসমূহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, কুরবানীর সুন্নত ও আদবসমূহ শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "মানুষ বকরা ঈদের দিনে এমন কোনো নেক কাজ করে না যা আল্লাহ পাকের নিকট রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে বেশি প্রিয়। এই কুরবানী কিয়ামতের দিন তার শিং, লোম এবং খুরসহ উপস্থিত হবে এবং কুরবানীর রক্ত জমিনে

পড়ার আগেই আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়। সুতরাং, প্রসন্নচিত্তে কুরবানী করো।" **(তিরমিযী, ৩/১৬২, হাদীস: ১৪৯৮)** ✯ কুরবানীর পশুকে ফেলার আগেই কিবলার দিক নির্ধারণ করে নেওয়া উচিত। শোয়ানোর পর, বিশেষ করে পাথুরে জমিতে হেঁচড়ে কিবলার দিকে ফেরানো বোবা প্রাণীর জন্য চরম কষ্টের কারণ। ✯ যবেহ করার সময় এমনভাবে কাটবেন না যেন ছুরি ঘাড়ের মেরুদণ্ডের হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কারণ এটি অহেতুক কষ্ট দেওয়া। ✯ যতক্ষণ না পশু সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা হয়, ততক্ষণ তার পা কাটবেন না, চামড়াও ছাড়াবেন না। যবেহ করার পর যতক্ষণ না রুহ বের হয়ে যায়, ততক্ষণ কাটা গলায় ছুরি স্পর্শ (TOUCH) করবেন না, হাতও লাগাবেন না। কিছু কসাই তাড়াতাড়ি "ঠান্ডা" করার জন্য যবেহর পর ছটফট করতে থাকা গরুর ঘাড়ের জীবন্ত চামড়া ছিঁড়ে ছুরি ঢুকিয়ে হৃদপিণ্ডের রগ কেটে দেয়। একইভাবে বকরী যবেহ করার সাথে সাথেই বেচারার ঘাড় মটকে দেয়। বোবা প্রাণীদের উপর এ ধরনের অত্যাচার করা উচিত নয়।

ঘোষণা

কুরবানির অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতী হালকায় বয়ান করা হবে অতএব এগুলো জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ০৫ জুন ২০২৪ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

কুরবানির অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

☆ যার পক্ষে সম্ভব, তার জন্য আবশ্যক যে, পশুকে অকারণে কষ্ট দেওয়া ব্যক্তিকে বাধা দেবে। যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাধা না দেয়, তাহলে সে নিজেও গুনাহগার এবং জাহান্নামের হকদার হবে। মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "বাহারে শরীয়ত" খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৬০-তে আছে: পশুর উপর জুলুম করা যিম্মী কাফেরের উপর (বর্তমানে দুনিয়ায় সকল কাফের হারবী) জুলুম করার চেয়েও খারাপ এবং যিম্মীর উপর জুলুম করা মুসলমানের উপর জুলুম করার চেয়েও খারাপ, কারণ পশুর কোনো নির্দিষ্ট সাহায্যকারী আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ নেই, এই অসহায় পশুকে এই জুলুম থেকে কে বাঁচাবে? **(দুররুল মুখতার ওয়া রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৬২)** ☆ কুরবানী করার কয়েক ঘণ্টা আগে পশুকে ক্ষুধার্থ ও তৃষ্ণার্ত রাখা হয়, যা তাদের জন্য চরম কষ্টের কারণ। হযরত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আ'জমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কুরবানীর আগে তাকে ঘাস-পানি দিয়ে দিন, অর্থাৎ ক্ষুধার্থ-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় যবেহ করবেন না এবং এক পশুর সামনে অন্য পশু যবেহ করবেন না। আর আগে থেকে ছুরি ধারালো করে নিন, এমন যেন না হয় যে পশু ফেলার পর তার সামনে ছুরি ধার করা হচ্ছে। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৫২)** *কুরবানী সংক্রান্ত আরও তথ্য জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর রিসালা ঘোড়ার আরোহী পড়ুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরির দোয়া

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতেমার সময়সূচী অনুযায়ী "ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরির দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। সেই দোয়াটি হলো:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾

অনুবাদ: হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী এবং আমাদের সন্তানদের থেকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের ইমাম বানান। **(মাদানী পাঞ্জ সূরা, পৃ. ২৪৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল

কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে

মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد